আগে আপনি বাংলা সামলান, মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা শাহনাওয়াজের

স্টাফ রিপোর্টার : নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে উৎখাত করতে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগকে কটাক্ষ করলেন বিজেপির মুখপাত্র শাহনাওয়াজ হোসেন। শনিবার বিজেপির রাজ্য দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোঁচা দিয়ে বলেন, 'আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সামলান। তারপর দেশের চিন্তা করবেন।' আগামী ১৬ জুলাই রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। সেই কর্মসূচির কথা জানাতে গিয়ে এদিন শাহনাওয়াজ হোসেন বলেন, 'কর্ণাটকে হাত ধরাধরি করে নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে উৎখাত করার বলা হয়েছে। কিন্তু মানুষ নরেন্দ্র মোদীর পাশেই আছেন। তারা নরেন্দ্র মোদীকেই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চান।' এই প্রসঙ্গেই তাঁর আরও বক্তব্য, ''জয়পুরে সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে প্রচুর মানুষ ভিড় করেছেন। কৃষকরাও যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশে রয়েছেন তা প্রমাণিত।' শাহনাওয়াজ হোসেনের আরও বক্তব্য, কৃষকদের জন্য মোদীর সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছে। এতে দেশের কৃষকরা খুশি। বাংলার কৃষকরাও খুশি তাতে। এখানে বিজেপির জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বাড়ছে। আর উল্টোদিকে এখানে তৃণমূল নানা অন্যায় কাজ করেছে বাংলায়। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। গোটা বিষয়টি দেশ দেখছে।' ২০১৯ সালে আবার বিজেপিই ক্ষমতায় আসবে বলে দাবি বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্রের। তাঁর কথায়, 'এখন যারা নরেন্দ্র মোদীর ঘোর বিরোধিতা করছেন তাদের মধ্যে একমাত্র চন্দ্রবাবু নাইডুকে বাদ দিয়ে সকলেই ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে লড়েছিল। কিন্তু তাঁকে হারানো যায়নি। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটেও যতই বিরোধীরা এককাট্টা হোক না কেন, বিজেপিই আরও বেশি আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসবে। নরেন্দ্র মোদীই আবার ক্ষমতায় আসবেন। কারণ, দেশের মানুষ তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চান।' তাঁর আরও দাবি, 'যতদিন যাচ্ছে ততই এনডিএ মজবুত হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলেছে। তাই মানুষ তাঁকেই চান প্রধানমন্ত্রী হিসাবে।' লোকসভা ভোটে বিজেপি রাজ্যে ভাল ফল করবে বলেও মত শাহনাওয়াজের। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'পঞ্চায়েত ভোটে ভোট লুঠ করেছিল তৃণমূল। কিন্তু লোকসভার ভোট অবাধ ও সুষ্ঠু হবে। পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল যেটা করতে পেরেছিল সেটা লোকসভার ভোটে পারবে না।' বিরোধীদের আক্রমণ করে শাহনাওয়াজ হোসেন বলেন, 'মোদীর সরকার গরীবদের জন্য কাজ করেছে, কৃষকদের জন্য কাজ করেছে। দুর্নীতিমুক্ত সুশাসন দিয়েছে এই সরকার। বিরোধীদের কাছে কোনও ইস্যু নেই। তাদের একটাই ইস্যু, মোদীকে হটাতে হবে। কিন্তু দেশের মানুষ মোদীকেই চান।'

জয়া দত্তকে নিয়ে মিলন মেলায় শহিদ দিবসের প্রস্তুতি পরিদর্শন

কৃষক ভক্তির নামে অভিনয় বন্ধ করুন প্রধানমন্ত্রী: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রিপোর্টার: মাসখানেক বিরতির পর ময়দানে নেমে সরাসরি মোদীকে চ্যালেঞ্জ জানালেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবারই দেশের কৃষকদের জন্য ধানের ন্যূনতম সহায়কমূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাতেও সিলমোহর মিলেছে এই সিদ্ধান্তে। তবে কৃষকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে শনিবার কার্যত 'অভিনয়' বলে কটাক্ষ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিনই রাজ্যে এসে বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র শাহনওয়াজ হোসেন নরেন্দ্র মোদীর ঢালাও প্রশংসা করলেও, তারই পাল্টা বিজেপিকে আক্রমণ শানালেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ। এদিন ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি দেখতে মিলন মেলায় যান তৃণমূলের 'যুবরাজ'। এখানে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেখানেই একাধিক ইস্যুতে বিজেপিকে আক্রমণ করেন অভিষেক। বলেন, 'বিজেপি শাসিত রাজ্যে একের পর এক কৃষক আত্মহত্যা করছে, হঠাৎ করে এখন আর নরেন্দ্র মোদীকে কৃষক প্রেম দেখাতে হবে না। উনি অভিনয় বন্ধ করুন।' শনিবার শহরে এসে একাধিক ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে একহাত নেন বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র। জবাবে সুর চড়াতে দেখা যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। তাঁর বক্তব্য, 'মহারাষ্ট্র থেকে শুরু করে বিজেপি ক্ষমতায় থাকা রাজ্যগুলিতে কৃষকদের দিকে আগে নজর দিন। কৃষকদের প্রতি বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারগুলির ভূমিকা নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরকেও হার মানিয়ে দেবে।' আর কয়েকমাস পরেই লোকসভা নির্বাচন, তার আগে কৃষকদের জন্য ঢালাও সুযোগ-সুবিধা আসলে 'চমক' বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। দেশজুড়ে কৃষকদের জন্য একাধিক প্রকল্পের প্রচারে খোদ ময়দানে নামতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী। চলতি মাসের ১৬ তারিখ রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী। মেদিনীপুর টাউন মাঠে জনসভা করবেন তিনি। বেশ কয়েকটি কৃষক পরিবারের সঙ্গেও কথা বলার কথা প্রধানমন্ত্রীর। এদিন মোদীর এই সফরকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত। ভালই হল, নিজের চোখে উনি দেখে যান উন্নয়ন কাকে বলে। শিখে যান কীভাবে উন্নয়ন করতে হয়।' তবে রাজ্যে এসে কৃষকদের সঙ্গে বৈঠক করলেও, তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ অভিষেক। তিনি বলেন, 'বাংলার কৃষকদের প্রতি হঠাৎ করে প্রধানমন্ত্রীর দরদ উথলে পড়া দেখে অবাক হচ্ছি। এই রাজ্যে কৃষকদের সঙ্গে যেভাবে রাজ্য সরকার আছে তাতে রাজ্যের কৃষকেরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই থাকবে।' পাশাপাশি ছাত্র ভর্তির নামে তোলাবাজিকে যে কোনওভাবেই রেয়াত করা হবে না, তাও মুখ্যমন্ত্রী-শিক্ষামন্ত্রীর পর আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন যুব তৃণমূল সভাপতি। এদিনই ভর্তি হতে না পেরে সোনারপুরে আত্মঘাতী হন বোড়ালের বাসিন্দা অম্লান সরকার। শনিবার এই প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। তবে মুখ্যমন্ত্রী-শিক্ষামন্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও কেউ যদি সরকারকে বা দলকে বদনাম করার চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নেবে। অভিভাবকদেরও বলছি কোনও অনৈতিক কিছু হয়ে থাকলে প্রশাসনকে জানান।' এবারের ২১ জুলাই ঐতিহাসিক বলেও দাবি করেন তিনি। স্থানীয় বিধায়ক সুজিত বসুকে নিয়ে এদিন মিলন মেলায় যান ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ। তবে এদিন সবথেকে বড় চমক ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে জয়া দত্তের উপস্থিতি।

কলেজে তোলাবাজির ঘটনায় এসএফআইয়ের লালবাজার অভিযান

স্টাফ রিপোর্টার : কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে তোলাবাজির অভিযোগে পথে নামল এসএফআই। কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে দুর্নীতির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের শাস্তির দাবিতে শনিবার লালবাজার অভিযান

করে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন। এদিন দুপুরে রিপন স্ট্রিট থেকে শুরু হয় মিছিল। মিছিল ধর্মতলায় আটকে দেয় পুলিশ। সেখানেই পথ অবরোধ করে বিক্ষোভকারীরা স্লোগান তোলেন।

কলেজে স্নাতকে ভর্তির মরশুম শুরু হতেই কলেজে কলেজে তোলাবাজির অভিযোগ সামনে আসে। এই ইস্যুতে সরগরম হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে ওঠে যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলেজে ছুটতে হয়। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কেও কলেজ পরিদর্শনে যেতে হয়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ নড়েচড়ে বসে। ধরপাকড় শুরু হয়। গ্রেফতার করা হয় বেশ কয়েকজন অভিযুক্তকে। কিন্তু এই ইস্যুকে কোনওমতেই হাতছাড়া করতে রাজি নয় বিরোধী রাজনৈতিক দল ও তাদের ছাত্র সংগঠনগুলি। এই ইস্যুতে ছাত্র পরিষদকেও রাস্তায় নামতে দেখা গিয়েছে। বিজেপিও কলেজে তোলাবাজির ঘটনায় পথে নেমেছে। পিছিয়ে থাকতে রাজি নয় সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআই। তাই এদিন তারা লালবাজার অভিযান করে ভর্তি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার দাবিতে। এদিনের কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক সৃজন ভট্টাচার্য বলেন, 'ভর্তির ক্ষেত্রে কলেজে কলেজে তোলাবাজির অভিযোগ আসছে। এ ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ রাজ্য সরকার। যথেষ্ট নম্বর পেয়েও ছেলেমেয়েরা ভর্তি হতে পারছে না কলেজে। ইতিমধ্যেই কলেজে ভর্তি হতে না পেরে সোনারপুরে এক ছাত্র আত্মঘাতী হয়েছে। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে রাজ্যে।' তাঁর দাবি, 'অবিলম্বে কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনতে হবে। সেই সঙ্গে এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।'

ডিভিসি'র ট্রেনিং সেন্টারের শিলান্যাস

স্টাফ রিপোর্টার : শনিবার সকালে ডিভিসি'র দুটি অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী আর কে সিং ও রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। প্রথম অনুষ্ঠানটি হয় নিউটাউন-রাজারহাটে। পঃবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া তিন একর জমিতে ডিভিসি'র ট্রেনিং সেন্টারের শিলান্যাস করেন দুই মন্ত্রী। আরেকটি অনুষ্ঠানটি হয় ডিভিসি টাওয়ার-এ (উল্টোডাঙা), সেখানে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টের পাওয়ার জেনারেশন সংক্রান্ত রিমোর্ট কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন হয়, সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সভায় ডিভিসি ইঞ্জিনিয়ারদের ভূয়সী প্রশংসা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও নানান সহায়তা করার নির্দেশ দেন। পঃ বঃ সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এই সভায় ডিভিসি'র বাঁধগুলির ড্রেজিং না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অবিলম্বে অবাঞ্ছিত বন্যার হাত থেকে

পঃবঃকে বাঁচাবার লক্ষ্যে দ্রুততার সঙ্গে এই কাজ করার অনুরোধ রাখেন। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী গুরুত্ব সহকারে শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের এই অভিযোগ শোনেন ও ড্রেজিংয়ের কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন। ডিভিসি'র অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান ও অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লেদার টেকনোলজির একশো বছরপূর্তি

স্টাফ রিপোর্টার : গভর্নমেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লেদার টেকনোলজি কলেজের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পূর্বাশ্রী প্রেক্ষাগৃহে। ১০০ বছরের মধ্যে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কতটা এগিয়েছে তা ছিল শনিবার দিনের আলোচনার বিষয়বস্তু। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওই কলেজের অধ্যাপক সহ আরও অন্যান্য কলেজের অধ্যাপকরা।

এদিন বক্তারা তাদের বক্তব্যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। বিশেষ করে অন্তরিক্ষ বিজ্ঞান এবং স্যাটেলাইটের প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে ভারত এক মাইলস্টোন ছুঁয়েছে। সর্বাধিক স্যাটেলাইট অন্তরিক্ষে পাঠানোর কৃতিত্ব রয়েছে ভারতীয় সংস্থা ইসরোর হাতে। এছাড়াও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত একের পর এক নতুন কৃতিত্ব স্থাপন করেছে। বিশেষ করে ভারত যেভাবে দেশকে সুরক্ষিত করছে এবং সম্পদ রক্ষা করছে তার ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তারা।

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আচার্যের কাছে পরামর্শ চাইল যাদবপুর

স্টাফ রিপোর্টার : প্রবেশিকা পরীক্ষা ফিরিয়ে আনার দাবিতে যাদবপুরে পড়ুয়াদের আন্দোলন অব্যাহত। ইসির বৈঠক ডাকা বা প্রবেশিকা পরীক্ষা ফিরিয়ে আনা নিয়ে সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

আজ রবিবার বেলা ১২টার মধ্যে সে ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যবস্থা না নিলে আমরণ অনশনে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে সমস্যার সমাধান সম্ভব, সে ব্যাপারে আচার্য তথা রাজ্যপালের কাছে পরামর্শ চেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

কলা বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকে ভর্তির ক্ষেত্রে যাদবপুরে প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়ার রেওয়াজ দীর্ঘদিনের। জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহেই সেই পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আইনি জটিলতা দেখিয়ে সেই পরীক্ষা স্থগিত করে দেয় বিশ্ববিদ্যালয়। তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ শুরু করেন পড়ুয়ারা। উপাচার্য সহ অন্যান্যদের ঘেরাও করে রাখা হয়। শেষমেশ

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়, প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে। নতুন দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বুধবার কর্মসমিতির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এ বছর প্রবেশিকা পরীক্ষা নেওয়া হবে না। নম্বরের ভিত্তিতেই হবে ভর্তি। তারপর থেকেই নতুন করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন পড়ুয়ারা। শুক্রবার রাত থেকে তারা অনশনে বসেন।

গত বৃহস্পতিবার অ্যাডমিশন কমিটি বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকে ঠিক হয়, আগামী ২৭, ২৮ এবং ৩০, ৩১ জুলাই এই চার দিন স্নাতকে ভর্তি নেওয়া হবে। পুরনো পদ্ধতি তুলে দিয়ে নতুন পদ্ধতি চালু করা নিয়েও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। ইতিমধ্যেই যাদবপুরে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রবেশিকা পরীক্ষা তুলে দিয়ে নতুন পদ্ধতির যে প্রস্তাব তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে শঙ্খ ঘোষ সহ সমাজের বিশিষ্টদের।

যাদবপুরের আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের বক্তব্য, রবিবার দুপুরের মধ্যে নতুন করে ইসির বৈঠক ডাকার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। সেই সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষা ফিরিয়ে আনার বিষয়টিও সুনিশ্চিৎ করতে হবে। তা না হলে আমরণ অনশনে যাব আমরা। তবে এই অবস্থায় কী করা যায়, কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়, সে ব্যাপারে আচার্যের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরামর্শ চেয়েছে কর্তৃপক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার জানিয়েছেন, 'আচার্য একটা রিপোর্ট চেয়েছিলাম। তাঁর কাছে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে।' রেজিস্ট্রারের আরও বক্তব্য, 'একবার ইসির বৈঠকে কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তাতে রদবদল আনার ক্ষেত্রে একটু সমস্যা দেখা দেয়। আচার্যের নির্দেশ ছাড়া সেটা করা যায় না। আমরা আচার্যের বার্তার অপেক্ষায় রয়েছি।' সূত্রের খবর, খুব শীঘ্রই ইসির বৈঠক ডাকা হতে পারে। তবে আচার্য কী বার্তা দেন তার উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে।

ফের ডেঙ্গু রোধে অভিযান পুরসভার

স্টাফ রিপোর্টার: ফের ডেঙ্গু রোধ করতে অভিযান কলকাতা পুরসভার। বি আর সিং হাসপাতাল এবং এপিসি বোস রোডের নির্মীয়মাণ বহুতলে শনিবার পুরসভার মেয়র পারিষদ (স্বাস্থ্য) অতীন ঘোষের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে শহরের দুটি জায়গায় অভিযান চালানো হয়। ওই বহুতলে রুফ টপে জমা জলে এডিস লার্ভা ও পিউপা মিলেছে পাঁচটি জায়গায়। এমনটাই জানা গেছে পুরসভার তথ্য অনুযায়ী। আরও জানা গেছে, ওই বহুতলের তৃতীয় তলে পিভিসি হেলেমেটে জমা জলে পাওয়া গেছে

এডিস পিউপা। এমনকি রুফ টপে পরিত্যক্ত কাস্টিং মেটেরিয়ালের জমা জলে পাওয়া গেছে এডিস পিউপা। রয়েছে জমা জঞ্জাল। ওখানকার অবস্থা সম্পর্কে পুর কর্তৃপক্ষের মন্তব্য, ৭০ শতাংশ অবস্থার উন্নতি হয়েছে। কর্তৃপক্ষ তৎপর রয়েছে। অন্যদিকে, বিআর সিং হাসপাতালেও এদিন অভিযান চালায় পুরসভা। সেখানকার ক্যান্টিন বিল্ডিংয়ের ছাদে দুই জায়গায় এবং নতুন বিল্ডিংয়ের ছাদে দুই জায়গায় পাওয়া গেছে এডিস পিউপা। ওখানে স্টাফ কোয়ার্টারের পাশে জঞ্জাল সরানো হচ্ছে বলেই জানা গেছে। প্রসঙ্গত, ৩০ জুন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অভিযান চালায় পুরসভা। গোটা ক্যাম্পাস ঘুরে দেখেন অতীনবাবু। ক্যাম্পাসের কয়েকটি জায়গা থেকে এডিস মশার লার্ভা পায় পুর আধিকারিকরা। সেখানে মশার লার্ভা পাওয়া গেলেও গত বছরের তুলনায় পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হয়েছে। পুরসভার জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের সহায়তায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবছর আগে থেকেই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরটা বেশ বড়। তাই এখানে কোনও ছাত্র বা কেউ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে, আশেপাশের এলাকাতেও ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। তাই সেন্ট্রাল র‌্যাপিড অ্যাকশন টিম ও বোরো র‌্যাপিড অ্যাকশন টিমকে দাঁড়িয়ে থেকে লার্ভা ধ্বংসের কাজ করতে বলা হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছিলেন মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। এমনকি ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে নজরদারি বাড়াতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ অনুসরণ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কেও কমিটি গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন অতীনবাবু। ছাত্র-ছাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ও কলকাতা পুরসভার আধিকারিকদের দিয়ে ওই কমিটি গঠন করার প্রস্তাবও দেন অতীনবাবু। গত বছর থেকে শিক্ষা নিয়ে চলতি বছরের প্রথম থেকে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অভিযান করছে কলকাতা পুরসভা।